

"মিষ্টি বাচ্চারা - মায়ার পীড়া থেকে বাঁচার জন্য বাবার শরণে (আশ্রয়) চলে এসো, ঈশ্বরের শরণে এলে ২১ জন্মের জন্য মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা কোন্ পুরুষার্থ করে মন্দিরের যোগ্য পূজনীয় হয়ে ওঠো?

*উত্তরঃ - মন্দিরের যোগ্য পূজনীয় হয়ে ওঠার জন্য ভূতদের (বিকার) থেকে বাঁচার পুরুষার্থ করো। কখনও কোনো ভূতের প্রবেশ হওয়া উচিত নয়। যখন কারো মধ্যে ভূত দেখা, কেউ ক্রোধ করে বা মোহের বশীভূত হয় তাদের থেকে দূরে থাকো। পবিত্র থাকার জন্য নিজের কাছে নিজেই প্রতিজ্ঞা করো। সত্যিকারের রাখি বাঁধো।

*গীতঃ- হৃদয় তোমাকে যে ডাকতে চায়

ওম্ শান্তি । ভক্ত সবসময়ই ভগবানকে ডাকে, ভগবানকে পরমপিতা বলা হয়। আহ্বান করে বলে - হে পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মা, এসে আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের পবিত্র করে তোলো। সবাই নিশ্চয়ই পতিত কেননা রাবণের রাজ্য। পাঁচ বিকার এখানে সর্বব্যাপী। এমন নয় যে সত্যযুগেও ৫ বিকার সর্বব্যাপী। না, তাকে বলা হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। এখানে সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্ত দুনিয়া। ভারত সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল এটা ভুলে গেছে। মন্দিরে গিয়ে দেবতাদের মহিমা করে তোমরা সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী। এখানে সম্পূর্ণ বিকারী, সেইজন্যই বাবাকে আহ্বান করে, বাবা এসে সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্তদের শরণে (আশ্রয়) নেন। উদ্বাস্ত মানুষ হয় না? এখন সবাই উদ্বাস্ত তাই তারা ডাকে। আত্মা ডাকে বাবাকে - বাবা, আমরা আত্মারা সম্পূর্ণ বিকারী হয়ে গেছি, তুমি এসে নির্বিকারী করে তোলো। এখানে একে অপরকে মারধোর করতেই থাকে, সেইজন্য ওদের ডেভিলও (শয়তান) বলা হয়। ভারত দৈবী রাজ্য ছিল - মানুষ এটা জানে না। বরাবরই ভারত দৈবী-দেবতাদের ভূমি ছিল, সেখানে ওরা রাজত্ব করতো। কিন্তু অর্ধেক কল্প ধরে মায়া ধীরে-ধীরে ওদের সম্পূর্ণ রূপে পতিত করে দিয়েছে সেইজন্যই আহ্বান বলে আমাদেরকে পতিতদেরকে এখন এসে শরণে নাও। এখন তোমরা পরমপিতা পরমাত্মার কোলে এসেছো - ভবিষ্যতে দৈবী-দেবতা হওয়ার জন্য। এটা হলো ঈশ্বরীয় গড ফাদারলি মিশন, পতিতকে পাবন অথবা কাঁটাকে ফুল তৈরি করে তোলা মিশন। বাচ্চাদের কাজই হলো পরমপিতা পরমাত্মার মত অনুসারে কাঁটাকে ফুলে পরিণত করা, নরকবাসীদের স্বর্গবাসী করে তোলা। তোমরা বলো ও গডফাদার! নিশ্চয়ই তোমরা তাঁকে জানো তাইনা। এরপর এমন বলতে পারবে না যে পরমাত্মা কোথায় আছেন! আরে, আত্মাই বলে ও গডফাদার! আত্মারাই ডাকে পরমাত্মাকে, তাঁকে এই চোখ দিয়ে দেখা যায় না। আত্মাও দেখা যায় না। এটা তো বোঝার বিষয় না! আত্মা জ্যোতি স্বরূপ। পরমপিতা পরমাত্মারও একই রূপ। বাবা বলেন তোমরা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করো। তোমরা আত্মা অবিনাশী, শরীর বিনাশী। আত্মাই শরীর ত্যাগ করে। ওরা বলে আমার বাবা মরে গেছে, কিন্তু আত্মা মরে না। ওরা আত্মাকে আহ্বান করে। এটা তোমরা বুঝেছ। বাকি দুনিয়ার মানুষ মাত্রই একদমই বাবাকে জানে না আর সেইজন্যই নিজেদের মধ্যে কত লড়াই-ঝগড়া করতেই থাকে। এখন মিসাইল দিয়ে কি করবে জানা নেই! এদের বলা হয় ডেবিলস। বাবা বলেন আমি এমন সৃষ্টি খোড়াই রচনা করি। বাবা তো স্বর্গ রচনা করেন। স্বর্গের মালিক করে তোলেন। বাবাকে তো অবশ্যই আসতে হবে না! বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি এসেছি, যারা পতিত-দুঃখী হয়ে পড়েছে, তাদের সবসময়ের জন্য সুখী করে তুলতে। ওখানে (সত্যযুগে) কেউ বলবে না - পতিত-পাবন এসো অথবা গড ফাদার দয়া (রহম) করো। এইভাবে কখনও ডাকে না, কেননা ওরা ওখানে সুখী। দুঃখেই সবাই স্মরণ করে। আত্মাই স্মরণ করে। সুখ-দুঃখ হয় শরীরের সাথে। শরীর না থাকলে আত্মা সুখ-দুঃখ থেকে পৃথক হয়ে যায়। বাবা বলেন আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে নাম রাখি ব্রহ্মা। কেউ তো ভালোভাবে বুঝতে পারে, কেউ তো বোঝেই না, তখন বোঝা যায় যে - এ পবিত্র দুনিয়াতে চলার উপযুক্ত নয় সেইজন্যই শ্রীমৎ অনুসারে চলে না। এখানে হলো আসুরিক রাবণ সম্প্রদায়। রাবণকে প্রতি বছর পোড়ানো হয় না! এটা একটা চিহ্ন। প্রতি বছর রাখিও বাঁধে, কেননা পবিত্র থাকে না। রাখি বাঁধে তারপর আবার অপবিত্র হয়ে যায় সেইজন্যই প্রতি বছর রাখি বাঁধে। রাখি হলো পবিত্রতার চিহ্ন। বিকারগ্রস্তদের রাখি পাঠিয়ে বলা হয় প্রতিজ্ঞা করে পবিত্র থাকবো। পবিত্র হলে ২১ জন্মের জন্য রাজ্য ভাগ্য পাবে।

বাবা বলেন — আমিই এসে তোমাদের পূজ্য করে তুলি। এখন তোমরা পূজারী হয়ে গেছ।

তোমরা দেবতাদের, নুড়ি-পাথরের পূজা করে ধাক্কা খেতে থাকো। আমি তোমাদের এইসব ধাক্কা থেকে ছাড়িয়ে পূজ্য লক্ষ্মী-নারায়ণ করে তুলি। তোমরা এখানে এসেছ নর থেকে নারায়ণ হয়ে ওঠার জন্য। অর্ধেক কল্প ধরে মায়া দ্বারা পীড়িত হয়ে এখন তোমরা এসে পরমপিতা পরমাত্মার আশ্রয় নিয়েছ। মাম্মাও নিয়েছিলেন। এই বাবাও (ব্রহ্মা) শিববাবার আশ্রয় নিয়েছেন। ঔঁনার তো নিজের শরীর নেই। ঔঁনার নাম হলো শিব। শিববাবার নাম কখনও বদলে যায় না। মনুষ্য আত্মার নাম বদলাতে থাকে। ৮৪ টা নাম পেয়ে থাকে। এ'সব বিষয়ে মানুষ জানে না। ৮৪ জন্ম বলেও থাকে কিন্তু ৮৪ জন্ম কারা গ্রহণ করে, এটা কেউ-ই জানে না। ভারতবাসী, যারা দেবী-দেবতা ছিল, তারাই ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকে। এটা হলো অসীমিত ড্রামা। এই ড্রামার বিষয়ে মানুষকেই তো জানতে হবে। তোমরা জানো গডফাদার স্বর্গের রচয়িতা তবে নিশ্চয়ই স্বর্গের বর্সা পাওয়া উচিত। ভারত স্বর্গ ছিল। ঐ উত্তরাধিকার মায়া রাবণ ছিনিয়ে নিয়েছে। এখন আবারও মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। মায়াকে জয় করা অর্থাৎ জগতকে জয় করা। রাবণের কাছে হেরে গিয়ে ডেবিল হয়ে গেছ, এখন দেবতা হতে হবে। কাঁটাকে কুঁড়ি, কুঁড়িকে তারপর ফুলে পরিণত করতে হবে। মায়ার তুফান এলে কুঁড়ি থেকে ফুল ঝরে যায়। মাতা-পিতার হয়েও তারপর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এটা বোঝার বিষয় না। তিথি তারিখ সহ প্রমাণ দিয়ে বোঝানো হয় - এখানে মনুষ্য সৃষ্টির উল্টো বৃক্ষ, বীজ উপরে, তবেই তো ও গড ফাদার বলে স্মরণ করে তাই না! এই নলেজ বোঝা খুব কঠিন। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো যে সমস্ত আত্মাদের যিনি বাবা তাঁকেই সবাই স্মরণ করে। আমরা সবাই ভাই। প্রত্যেকের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত। একে ব্রাদারহুড (ভ্রাতৃস্ববোধ) বলে। তোমরা সবাই ভাই-ভাই, বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাবে। বাবা সবাইকে সুখ, শান্তির বর্সা দেন। বাবা এসে টিচার রূপে পড়ান তারপর সঙ্কর হয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যান। সত্য একমাত্র গডফাদারকেই বলা হয়। এটা হলো ঔঁনার সত্যসঙ্গ। সত্যের সঙ্গ তোমাদের পার করে দেয়। এখন বিনাশ হবে। সবাইকে শান্তিধাম, সুখধামে যেতে হবে। বলাও হয় না আমার তরী পারে নিয়ে যাও। আমরা বিশ্বের সাগরে ডুবে গেছি। সুতরাং তখন বাবাকে আসতে হয় - শান্তিধাম, সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অর্ধেক কল্প সুখধাম, অর্ধেক কল্প দুঃখধাম। এই ভারত এখন সম্পূর্ণ রূপে পতিত, ভোগী হয়ে গেছে। একে যোগী বলা যায় না। সত্যযুগ-ত্রৈতাকে বলা হয় যোগেশ্বরের রাজ্য। শ্রীকৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলা হয়। ঈশ্বরের সাথে যোগযুক্ত হয়ে পদ প্রাপ্ত করতে হবে। যা তোমরা পাচ্ছ। বাবা কত সহজ করে বুঝিয়ে বলেন। জ্ঞানের সাগর বুঝিয়ে বলেন। মানুষ জ্ঞানের সাগর হয়না। এই বাবা (ব্রহ্মা) নিজেকে জ্ঞানের সাগর বলেন না। তোমরা এখন মাস্টার জ্ঞানের সাগর হচ্ছ। জ্ঞানের সাগর থেকে তোমরা সমস্ত জ্ঞান আত্মসাৎ করে নাও। যেমন টিচার দ্বারা ব্যারিস্টারের নলেজ স্টুডেন্টস আত্মসাৎ করে ব্যারিস্টার হয়ে যায়। তোমরাও সম্পূর্ণ জ্ঞান সাগর গ্রাস করে নাও। সম্পূর্ণ জ্ঞান ধারণ হলে তারপর তোমরা প্রালম্ব লাভ করবে। বাবাও নির্বাণধামে চলে যাবেন। তোমরা বাচ্চারা নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী বর্সা নিয়ে থাকো। এই নলেজ দ্বারা তোমরা দেবী-দেবতা হয়ে সবসময়ের জন্য সুখি হয়ে যাও। এখন তোমরা ঈশ্বরের শরণে এসেছ। বাবা তোমাদের ২১ জন্মের জন্য মায়ার বন্ধন থেকে ছাড়িয়ে আনেন। বাবা কত সহজ করে বুঝিয়ে বলেন। পারসবুদ্ধির যারা হবে তারাই এমনটা হতে পারবে।

তোমরা বুঝেছো আমরা কল্পে-কল্পে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে থাকি। মায়া ছিনিয়ে নেয় এরপর আমি এসে আবার তোমাদের সুখ-শান্তির বর্সা দিই। রাবণ দুঃখের বর্সা দেয়, রাম সুখের বর্সা দিয়ে থাকে। কটা জন্ম, কতটা সময় তোমরা সুখ আর দুঃখের বর্সা পাও - সবই তোমাদের বলেন। বাবা বলেন - শুধু আমি বাবাকে স্মরণ করো। আমি আত্মা পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। ব্যস, বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা বিকর্মাজিত রাজা হতে পারবে। বিকর্মাজিত রাজার সম্বৎ (সময় গণনা) এক থেকে শুরু হয় এরপর বিক্রম সম্বৎ ২৫০০ বছর পরে আবার শুরু হবে। বিকর্মাজিত এবং বিক্রম, ভারতবাসীদের দুই সম্বৎ। বিক্রম সম্বৎ এর কথা সবাই জানে, বিকর্মাজিতের সম্বৎ ভুলে গেছে। এটা হলো ঈশ্বরীয় পড়াশোনা।

দেখো, মুরলীও কতো ড্রাভেল (যাত্রা) করে। তা না হলে গোপ-গোপিনীদের কাছে মুরলী কিভাবে পৌঁছাবে? টেপও যায়। সব সেন্টারে টেপও শোনে। এই মুরলী হলো ওয়ান্ডারফুল। এর জন্যই গায়ন আছে যে গোপিনীরা শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতো। বাবা বলেন আমি আসি-ই এই পতিত দুনিয়াতে। সত্যযুগে দেবতাদের অগাধ সুখ। এতো সুখ কেউ-ই পেতে পারে না। হীরা-জহরতের তৈরি মহলে তারা থাকে। এখানে সোনার কত দাম। ওখানে তোমরা সোনার ইট দিয়ে প্রাসাদ (মহল) তৈরি করবে। তার উপর হীরে জড়ানো থাকে। বাবা বাচ্চাদের কি থেকে কি বানিয়ে দেন। শুধুমাত্র পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। ক্রোধের ভূত থাকা উচিত নয়। মনে করা হয় এর মধ্যে ভূতের প্রবেশ ঘটেছে, একে একপাশে করে দাও। অনেকেই আছে যাদের এখনও পর্যন্ত মোহ নষ্ট হয়নি। যেমন বাঁদরের মোহ থাকে, তেমনই বাচ্চা ইত্যাদির প্রতি মোহ আটকে থাকে। বাঁদরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিকার থাকে। তোমাদের এখন বাঁদর থেকে মন্দিরের যোগ্য করে

তুলছেন।

রক্ষাবন্ধনের রহস্যও বাবা বুঝিয়েছেন। রাখি বাঁধার ব্যাপার নয়। বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হয়। মিষ্টি বাবা, অসীম জগতের বাবা অর্ধেক কল্প ধরে, আমরা ভক্তরা তোমাকে স্মরণ করেছি। এখন তুমি এসেছ বৈকুণ্ঠের মালিক করে তুলতে, সেইজন্য আমরা তোমার সহযোগী হই। আমরা প্রতিজ্ঞা করছি যে কখনোই অপবিত্র হব না। পবিত্র হয়ে ভারতকে পবিত্র করে তুলবো। কত সহজ কথা! আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) শ্রীমৎ অনুসারে পতিত মনুষ্যদের পবিত্র দেবতা করে তোলার সেবা করতে হবে। সম্পূর্ণ রূপে বাবার সহযোগী হতে হবে।

২) জ্ঞান সাগরের সম্পূর্ণ জ্ঞান গ্রাস করতে হবে। বাবার স্মরণে বিকর্ম দন্ধ করে বিকর্মাজিত হতে হবে।

বরদানঃ-

যে কোনো ডিউটি করার সময় নিজেকে সেবাধারী মনে করে সেবা করে ডবল ফলের অধিকারী ভব
যে কোনো কাজ করার সময়, অফিসে বা বিজনেস করার সময় - সবসময় যেন এই স্মৃতি থাকে যে সেবার জন্য এই ডিউটি করছি। সেবার নিমিত্ত হয়ে এটা করছি - সেবা তখন স্বয়ংক্রিয় ভাবে তোমাদের কাছে আসবে এবং যত সেবা করবে ততই খুশি বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ভবিষ্যতের জন্য জমা তো হবেই কিন্তু প্রত্যক্ষ ফল রূপে খুশিও প্রাপ্ত হবে। সুতরাং ডবল ফলের অধিকারী হয়ে যাবে। স্মরণ আর সেবায় বুদ্ধি বিজি (ব্যস্ত) থাকলে তবে নিরন্তর ফল খেতে থাকবে।

স্নোগানঃ-

যারা নিরন্তর খুশিতে থাকে তারা নিজেদের এবং সবার কাছে প্রিয় হয়।

এই মাসের সমস্ত মুরলী (ঐশ্বরীয় মহাবাক্য) নিরাকার পরমাত্মা শিব, ব্রহ্মা মুখকমলের দ্বারা নিজের ব্রহ্মা-বৎসদের অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীদের সম্মুখে ১৮-০১-১৯৬৯ -এর পূর্বে উচ্চারণ (শুনিয়েছিলেন) করেছিলেন। এ কেবল ব্রহ্মাকুমারী'জ অধিকৃত টিচার বোনেদের দ্বারা নিয়মিত বি.কে. বিদ্যার্থীদেরকে শোনানোর জন্য।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent

4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;